প্রতিপক্ষের হামলায় দু’জনের মৃত্যু আহত ১২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু-দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সুফিয়া খাতুন (৬০) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নরে ভাটবাড়িয়া গ্রামে। নিহত বৃদ্ধা ভাটবাড়িয়া গ্রামের জালাল উদ্দিনের স্ত্রী। এ সময় আরো ৫ জন আহত হয় বলে জানা যায়। ঘটনা সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৩ ব্যক্তিকে আটক করেছে। সংঘর্ষকারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থক বলে জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়রা জানান, ৬◌ং সারুটিয়া ইউনিয়নে দীর্ঘদিন যাবত বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মামুন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলফিকার কায়সার টিপুর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।

এ বিরোধের জের ধরে গ্রামে টিপু সমর্থক আজিবর মেম্বর ও মামুন সমর্থক আফজাল বিশ্বাসের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে মামুন গ্রুপের সমর্থকরা গতকাল সোমবার ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের বাড়ীতে হামলা চালায়। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় জালাল উদ্দিনের স্ত্রী সুফিয়া খাতুন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন আরো ৫ ব্যক্তি।

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় সুফিয়া খাতুন নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় ৩ ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও হত্যা পরবর্তী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অপর দিকে, গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার সারুটিয়া ইউনিয়নের বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলার শিকার হয়ে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলট (৫০) নামে আরো এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি বৃত্তিপাড়া গ্রামের মৃত আনসার খন্দকারের ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান

প্রার্থী জুলফিকার কাইসার টিপুর কর্মী সমর্থকরা বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুনের কর্মীদের বাড়ীতে হামলা চালায়। হামলায় ১৫টি বাড়িঘর ভাংচুর ও ৭ জন আহত হয়। আহতদের শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বর আহত মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সারুটিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন জানায়, প্রতিপক্ষ জুলাফিকার কাইসার টিপুর নেতৃত্বে তার লোকজন গত বৃহস্পতিবার সকালে ব্রক্ষ্মপুর, পুরাতন বাখরবা ও বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলা চালায়। হামলায় প্রতিপক্ষরা তার সমর্থকদের ১৫টি বাড়ি ও দোকান এবং মোটসাইকেল ভাংচুর করে। এছাড়াও হামলাকারীরা লুটতরাজ চালায়। হামলাকারীরা মহিলাসহ ৭ জনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে।

আহতদের মধ্যে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটের অবস্থায় আংশকাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বলে জানা গেছে। মৃত ব্যক্তি বর্তমান চেয়ারম্যান একনিষ্ট কর্মী ছিলেন বলে তিনি দাবী করেন।

তিনি আরো জানান, বৃহস্পতিবারের অতর্কিত হামলার ঘটনায় ৩০ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিলো।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানায়, আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। লুটপাট ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বৃত্তিপাড়া এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা অনুপনগরে বিষপানের ১৬ দিন পর গৃহবধুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার অনুপনগর গ্রামে বিষ পান করার ১৬ দিন পর খাদিজা বেগম নামের এক গৃহবধু মারা গেছে। খাদিজা গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গতকাল সোমবার বিকেলে সে মারা যায়।

নিহত খাদিজা বেগম আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আব্দুল হামিদের মেয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইবির পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের স্ত্রী।

জানা গেছে, ক‘বছর আগে খাদিজা বেগমের সাথে পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের বিয়ে হয়। কিছুদিন আগে খাদিজা স্বামীর বাড়ি থেকে পিতার বাড়ি অনুপনগর গ্রামে আসে। এবং গত ২৬ সেপ্টেম্বর সে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

কিন্ত পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। সেখানে তিনদিন চিকিৎসার পর তাকে অনুপনগরে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে শরীরের বিষক্রিয়ায় সোমবার বিকেলে খাদিজা মারা যায়।

পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে সংসার ফিরে পেল রুবিনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দৌলতদিয়াড় কোরিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ রুবিনা খাতুন (২১) সংসার ফিরে পেল চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের হস্তক্ষেপে।

গত চার বছর আগে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার শিয়ালমারী বটিয়াপাড়া গ্রামের মৃত ফজলুর রহমানের ছেলে মোঃ আব্দুল মোমিন
(২৬) এর সাথে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়। তাদের সংসার জীবনে ৩ বছরের ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করে।

গত এক বছর পূর্বে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সংসারে চলমান বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌছায় যে গত নয় মাস আগে মোঃ আব্দুল মোমিন তার স্ত্রীকে পিতার বাড়ীতে তাড়িয়ে দেয়।

এমতাবস্থায় মোছাঃ রুবিনা খাতুন তার তিন বছরের সন্তান ও নিজের অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা পেতে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার এর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তার দায়েরকৃত অভিযোগ আমলে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত এবং নিজে উদ্বোধনকৃত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে চলমান ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়।

এসময় মোঃ আব্দুল মোমিন তার স্ত্রী মোছাঃ রুবিনা খাতুন ও সন্তান’কে নিয়ে পূর্বের ন্যায় সংসার করতে সম্মত হয়। এর মাধ্যমে রুবিনা ফিরে পেল তার সুখের সংসার এবং তাদের শিশু সন্তান ফিরে পেল বাবা ও মায়ের আদর স্নেহ।

প্রতিবন্ধী পরিবারের পাশে দাড়ালেন ঝিনাইদহের আরিফা ইয়াসমিন লিম্পা

ঝিনাইদহ শহরের সবার পরিচিত মানসিক প্রতিবন্ধী ইঞ্জিলের পরিবার এখন বড়ই অসহায়, ফেইস বুকে এমন একটা পোস্ট দেখে সহযোগীতার হাত বাড়াতে এগিয়ে এলেন আরিফা ইয়াসমিন লিম্পা।

তিনি জানান, হঠাৎ একদিন ফেইসবুক থেকে জানলাম “ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৪নং ঘাড়শাল ইউনিয়নের ঘোড়শাল মধ্যপাড়া জামে মসজিদের পাশেই মো: আতিয়ার রহমানের একমাত্র মাথা গোঁজার ছোট্ট কুড়ে ঘরটি আর নেই। আকস্মিক ভাবেই ভেঙ্গে গেছে ঘরটি।

অভাবের তাড়নায় সম্ভব হচ্ছেনা নতুন একটি ঘর তোলার। আতিয়ার রহমানের বড় ছেলে মানসিক রোগি ইঞ্জিল, ছোট ছেলে আজিজুর রহমান সহ পরিবারের ৪ জন সদস্য নিয়ে দৈনিক জীবন সংগ্রামে কোন রকম বেঁচে আছে এ পরিবারটি। করোনা কালীন সময়ে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় এখন পরিবারটি।

তিনি বলেন, ভাবলাম এসব কাজে অনেক লোক এগিয়ে আসবে কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো তাদের ঘর হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিন পরও দেখি সেটা হয়নি, ১৫ কি.মি পাড়ি দিয়ে দেখতে গেলাম ঐ গ্রামে। যেয়ে দেখলাম পরিবারটি আসলেই খুব কষ্টে দিনযাপন করছে। গ্রামের সবাই বলেছে ওদের মতো অসহায় ঐ গ্রামে আর কোন পরিবার নেই।

বাসাই ফিরে এসে আমার প্রানের সংগঠন ’৯৯ ব্যাচের বন্ধুদের স্বরন করি। প্রথম থেকেই খুব হতাশ ভাবছিলাম পারবোতো? আল্লাহর কৃপায় একটি ঘর করার জন্য গত ৮অক্টোবর ঢেউটিন আর নগদ কিছু টাকা দিতে পারলাম। আমি আবারো আমার ৯৯ ব্যাচের যে কইজন বন্ধু এগিয়ে এসেছে এবং আমাকে কাজটি করতে সহোযোগিতা করেছে তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

লিম্পা আরও বলেন, আমি ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু ভাই এর হাত দিয়ে তাদেরকে সহোযোগিতা করতে পেরে বেজায় খুশি। তিনি মেয়র মহোদয়কে বলেন, ঐ এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বরদের একটু বলতে। তারা যেনো চোখ বন্ধ করে না থেকে এমন অসহায় পরিবারের দিকে একটু সহোযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু লিম্পাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সমাজের বিত্তবানদের এ ধরণের সহযোগীতা মূলক কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

কোটচাঁদপুর সরকারি কলেজ খেলার মাঠে নতুন ভবন নির্মানের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সরকারি কে.এম.এইচ কলেজের খেলার মাঠ ক্ষতি করে নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট ভবণ নির্মানের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টার দিকে কলেজ বাসষ্ট্যান্ডের প্রধান সড়কে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, শিক্ষক মহিদুল ইসলাম লাল, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহীন, ক্রীড়া সংগঠক রায়হান চেীধুরী, মিল্লাত হোসেন, কাজী জনি, ও মারুফ হোসেন প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা কলেজের খেলার মাঠ ক্ষতিগ্রস্থ না করে অন্যস্থানে নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট একাডীমিক ভবন নির্মানের দাবী জানান।

উল্লেখ্য, গত ৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে কলেজের নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট ভবণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অনুতোষ কুমারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ৬ তলা ভবন নির্মানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ঝিনাইদহে পুজামন্ডপে অনুদান বিতরণ ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আসন্ন শারদীয় দূর্গপুজা উপলক্ষে পূজামন্ডপ সমূহে সরকারি অনুদান বিতরণ ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা অডিটরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি রানী দত্ত, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে সদর উপজেলার ৯৩ টি পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের হাতে সরকারি অনুদান হিসেবে মন্ডপ প্রতি ৫ শত কেজি চাল প্রদান করা হয়।
এসময় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

কালাম মাস্টারের বিরুদ্ধে এবার নারী নির্যাতন মামলা

মেহেরপুরের আলোচিত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে এবার নারী নির্যাতন মামলা দায়ের হয়েছে।

সম্প্রতি মেরিনা খাতুন নামের এক নারী মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ ট্রাইব্যুনালে এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় আরো তিন জনকে আসামি করা হয়েছে। তারা হলেন বাদির স্বামী মিজানুর রহমান, শ্বশুর ফুল ছুরাত ও শাশুড়ি মিহিজান । আসামি আবুল কালাম আজাদ সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি বাদি সম্পর্কে নুন্দাই।

আলোচিত আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনে দুর্নীতি নিয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। তিনি একটি হত্যা মামলারও প্রধান আসামি।

এদিকে নারী নির্যাতন মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাদির সাথে আসামি মিজানুর রহমানের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় আসামি নগদ এক লাখ টাকা ও ৩২ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণের আংটি যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করে। পরে আরো এক লাখ টাকা যৌতুক দাবি করিলে দিতে না পারায় আসামি বাদিকে তালাক দেয়।

এর পর পুনরায় এক লাখ টাকা দিলে আসামি বাদিকে বিয়ে করে। পরবর্তিতে আসামিরা আরো এক লাখ টাকা করে। সেই দাবি পূরণ না করতে না পারায় চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি বাদিকে পুনরায় তালাক দেন আসামি মিজানুর রহমান। তালাক দেওয়ার পর ওই এক লাখ টাকা প্রদান করিলে সমঝোতার মাধ্যমে পুনরায় গত ১০ মে বিয়ে করেন আসামি।

বারবার বিয়ে এবং তালাকের সময় সংসার কালীন সময়ে আসামি আবুল কালাম আজাদের পরামর্শে বাদির স্বামি মিজানুর রহমান, শ্বশুর ফুলছুরাত ও শাশুড়ি মিহিজান বাদিকে প্রায় নির্যাতন করতে থাকে। শেষ বারের বিয়ের পর পুনরায় আরো ২ লাখ টাকা দাবি করে।

টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা বাদিকে শারীরিক নির্যাতন করে এবং গর্ভবতী থাকায় তার পেটে লাথি মারে ভ্রুণ নষ্টার করার উদ্দেশ্যে। এসময় বাদির চিৎকারে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে পৌছে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পরবর্তিতে বাদির গর্ভপাত ঘটে।

মেহেরপুরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিলে পুলিশের বাধা

“সুস্থ সমাজের কীট ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের বাধায় বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয় ইসলামী যুব আন্দোলন।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মুফতি হুজাইফা’র নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দলনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি তরিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি রহমতুল্লাহ এবং ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি অধ্যক্ষ খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর কোট মোড় থেকে শুরু করে পৌরসভার দিকে আসলে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয়। তারা জানান, অনুমতি ছাড়া এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ্ দারা খান ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, ইসলামী যুব আন্দোলনের মিছিলটিতে পুলিশ কোনোরকম বাধাগ্রস্থ করে নাই। তারা মিছিলটি সম্পন্ন করে চলে যায়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ হয়েছে। শেষ পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ৫০ জন আনসার সদস্য।

বুধবার দুপুরের মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে
মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে বিদায় আনসার সদস্যদের কে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফেরত পাঠানো হয়েছে ।

এ সময় উপস্থিতছিলেন, অতিরিক্তি পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম (প্রসাশন), অতিরিক্তি পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম (সদর)।

কর না দিতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন ট্রাম্প, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বিভিন্ন কারণে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছর কর না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এভাবে তিনি বিশাল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়।

এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয়ের পরিমাণ কম দেখাতে তার মেয়ে ইভানকাকে পরামর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয় করেছেন ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ডলারই গেছে মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে। আর এভাবে তিনি পরামর্শ ফি বাবদ একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

যদিও কর বিবরণীতে পরামর্শকদের কোনও পরিচয় উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০১৭ সালে ইভানকা ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, তখন তার দেওয়া সেই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে এই গোপন কর নথি মিলিয়ে দেখলে এর প্রমাণ মেলে।

সে সময় ইভানকা জানান, তিনি তার মালিকানা রয়েছে এমন একটি পরামর্শক সংস্থার কাছ থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৬২২ ডলার ফি হিসেবে পেয়েছেন। হাওয়াই ও ভ্যাংকুভারে ট্রাম্প অরগানাইজেশনের মালিকানাধীন হোটেল প্রকল্প থেকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থই পরামর্শক ফি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন কোম্পানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ইভানকা। ফলে তিনি সেই প্রকল্প থেকে পরামর্শক ফি নিয়েছেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি রয়েছেন এবং যার লভ্যাংশের একটি অংশ যায় তার পকেটে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইভানকা ট্রাম্প একই সঙ্গে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের বাবার মালিকানাধীন কোম্পানিতে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত বড় কর্মকর্তার ভূমিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শকের ভূমিকায়ও। দুই

ভূমিকাতেই বড় অংকের অর্থ তিনি নিয়েছেন। আর এই ভূমিকার কারণে তার বাবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয় থেকে সাড়ে ৭ লাখ ডলার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ট্রাম্প অরগানাইজেশনের আইনজীবীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি সিএনএন। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইভানকার নামে পরামর্শক ফি হিসেবে এই অর্থ দেখানোটা অনৈতিক। নিউইয়র্ক টাইমস হয়তো এর চিহ্নটিই কেবল প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে। কারণ, ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পরামর্শক ফি বাবদ ট্রাম্পের দেখানো ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কোথায়, কার কাছে গেছে, তার কোনও হদিস নেই। ইভানকার অংশটি বাদ দিলে বাকি আড়াই কোটি ডলার কার কাছে গেছে, তার কোনও খোঁজ নেই।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইভানকা ট্রাম্পের কার্যালয় ট্রাম্পের প্রচার দলের সঙ্গে কথা বলা অনুরোধ করে সিএনএনকে। আর ট্রাম্পের প্রচার দলের মুখপাত্র টিম মারটাগ পুরো বিষয়টিকেই ‘ভুয়া’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন